গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন অধিশাখা

নদ-নদীর স্বাভাবিক পানি প্রবাহ অব্যাহত রাখা, এর নাব্যতা ও দূষণরোধ এবং এ সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, নকশা প্রণয়ন, উপযুক্ত নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ প্রভৃতি বিষয়াদি আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	জনাব কবির বিন আনোয়ার সচিব
সভার তারিখ	২৮ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিঃ
সভার সময়	বেলা ১২.০০ ঘটিকা
স্থান	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ‘ক’।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার পটভূমি তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ, সামাজিক ব্যবস্থা, অর্থনীতি, কৃষি, যোগাযোগ প্রভৃতির উপর নদী, খাল ও জলাশয়ের প্রভাব অপরিসীম। কিন্তু নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদ-নদীর স্বাভাবিক পানি প্রবাহ অব্যাহত রাখাই বর্তমানে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দীর্ঘদিন ধরে নদ-নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন বা ড্রেজিং না করার কারণে তাদের পানি ধারণ ক্ষমতা ও নাব্যতা হ্রাস পেয়েছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত নদী, খাল ও জলাশয়গুলো ট্যানারী, টেক্সটাইল মিলস ও অন্যান্য শিল্প কারখানা হতে নির্গত বিষাক্ত বর্জ্য দ্বারা প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে। এছাড়া নদী বা খালের উপর অপরিকল্পিতভাবে ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণের ফলে স্বাভাবিক পানি প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের সকল নদ-নদী, খাল ও জলাশয়কে জীবন্ত রাখতে এবং বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি, পরিবেশ, জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে নদ-নদীতে স্বাভাবিক পানি প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো নিষ্ঠার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন।

০২। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মপ্রধান সভাকে জানান যে, দেশে বিভিন্ন স্থানে ব্রীজ বা কালভার্ট অপরিকল্পিতভাবে নির্মাণের ফলে নদীর স্বাভাবিক পানি প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া নদী ও খালের বিষয়ে একটি ডাটাবেজ থাকা প্রয়োজন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বলেন যে, গ্রামীণ এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বহু সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এসব সেতুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা span length-এর বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কোন limitation থাকলে তা জানানো হলে ভবিষ্যতে সেভাবে ডিজাইন করা হবে। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, নদীর মরফোলজিক্যাল বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় না এনে নদী বা খালের উপর ব্রীজ বা কালভার্ট নির্মাণের ফলে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। বেশ কিছু ব্রীজে পর্যাপ্ত clear height বিদ্যমান না থাকায় নৌ চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে সঠিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ না করে এবং নদীর প্রশস্ততার চেয়ে কম দৈর্ঘ্যের ব্রীজ বা কালভার্ট নির্মাণের ফলে নদীর স্বাভাবিক পানি প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে। সভাপতি মহোদয় আরও জানান, বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বিচ্ছিন্নভাবে নদী, খাল খনন করা হচ্ছে। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট Demarcation থাকা উচিত। এছাড়া প্রতিনিয়ত নদী, খাল দখল হচ্ছে। এসব দখলের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

০৩। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের যুগ্ম-সচিব সভাকে জানান যে, দেশের বিভিন্ন স্থানে নদী বা খালের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী খুঁটি ও স্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রয়োজন। এ বিষয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প পরিচালক জানান যে, দেশের বিভিন্ন স্থানে নদী বা খালের গতিপথের মধ্যে অপরিকল্পিতভাবে সড়ক নির্মিত হওয়ায় নদী/খালে নিরবিচ্ছিন্ন পানি প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে। এতে বর্ষাকালে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি আরও জানান, দেশের বিভিন্ন স্থানে নদী বা খালের দুইপাড়ে অবৈধ স্থাপনা যেমন-আবাসিক ভবন নির্মাণ, হাট-বাজার স্থাপন,

দোকান-পাট নির্মাণ বিদ্যমান থাকায় এ সব স্থানে নদীর প্রশস্ততা হ্রাস পেয়েছে। ফলে স্বাভাবিক পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সভাপতি মহোদয় দেশের নদ-নদীর স্বাভাবিক পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী নদী বা খালের মধ্যে বিদ্যমান মোবাইল ফোনের টাওয়ার, বৈদ্যুতিক খুঁটিসহ অন্যান্য স্থাপনা সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহের পরামর্শ দেন। সভাপতি মহোদয় আরও বলেন, নদী বা খালের মধ্যে সড়ক নির্মিত হওয়ায় নদ-নদীর নিরবিচ্ছিন্ন পানি প্রবাহে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া হাওড় এলাকার জীব বৈচিত্র্য অক্ষুন্ন রাখতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মতামত/পরামর্শ গ্রহণপূর্বক এ সব এলাকায় পানি চলাচলের স্থানগুলোতে এলিভেটেড সড়ক নির্মাণের নির্দেশনা দেন।

০৪। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কেন্দ্রীয় জোনের প্রধান প্রকৌশলী জানান যে, "নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন প্রকল্প" এ বিদ্যমান ফুলতলা ও মদিনা খাল এবং "নরসিংদী জেলার আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুন:খনন প্রকল্প" এর আওতায় খননকৃত হাড়িদোয়া ও ব্রহ্মপুত্র নদ পাশ্ববর্তী এলাকার বর্জ্য দ্বারা পুনরায় ভরাট হচ্ছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জানান, শিল্প কারখানাগুলোতে ইটিপি থাকলেও আলাদাভাবে বর্জ্য নদীতে ফেলা হচ্ছে। শিল্প কারখানাগুলোতে ইটিপির কার্যকারিতা পরিবীক্ষণে অনলাইন সিস্টেম প্রক্রিয়াধীন। সভাপতি মহোদয় গৃহস্থালীর বর্জ্য, ট্যানারী, টেক্সটাইল মিলস ও অন্যান্য শিল্প কারখানা হতে নির্গত বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য দ্বারা নদী, খাল, জলাশয়গুলোর দূষণ প্রতিহত করতে কারখানাগুলোর ইটিপি সচল রাখাসহ কারখানার নিকটস্থ নদী বা খালের পানির গুণগতমান নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরামর্শ দেন।

০৫। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বলেন যে, বিভিন্ন সংস্থা অপরিকল্পিতভাবে দেশের নদ-নদীর ড্রেজিং বা পুনঃখনন কাজ করার ফলে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা সংস্থা কিভাবে ড্রেজিং বা পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন করবে তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে সরবরাহ করলে এ ধরণের জটিলতা নিরসন হবে। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় শুধুমাত্র নৌপথে চলাচলের পথ সুগম করতে নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং করে থাকে। Dredged materials এর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় যে উদ্যোগ নিয়েছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সভাপতি মহোদয় কৃষি জমিতে সেচ কার্য, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ, রিজার্ভার নির্মাণপূর্বক শুষ্ক মৌসুমে মিঠা পানি সংরক্ষণ, উপকূলবর্তী এলাকায় লবণাক্ততা প্রতিরোধ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, নদীর হাইড্রোমরকোলজিক্যাল বৈশিষ্ট্য, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা, পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় এনে নদী/খাল ড্রেজিং/পুনঃখননে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে কাজ করার পরামর্শ দেন। বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রকল্প পরিচালক বলেন, রেলওয়ে ব্রীজের vertical clearance নিয়ে বেশী সমস্যা হচ্ছে। Clear height বাড়ানো হলে construction cost বেশী হবে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী বলেন, বিভিন্ন নদীর উপর বিদ্যমান ব্রীজের Clear height কম হওয়ার কারণে পদ্মা সেতু নির্মাণকালে প্রয়োজনীয় equipment পরিবহনের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। ব্রীজ নির্মাণের ক্ষেত্রে এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যেন নৌ চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়।

০৬। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) নদী/ খালের উপর অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত ব্রীজ বা কালভার্ট, নদ-নদীর স্বাভাবিক পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিদ্যমান মোবাইল ফোনের টাওয়ার, বৈদ্যুতিক খুঁটিসহ অন্যান্য স্থাপনা, নদী বা খালের দুইপাড়ে বিদ্যমান অবৈধ স্থাপনা, বিভিন্ন শিল্প কারখানা হতে নির্গত বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য দ্বারা নদী, খাল, জলাশয়গুলোর দূষণ রোধ, বিদ্যমান নৌপথের পরিমাণ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক একটি কর্মপরিকল্পনা আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। অত:পর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়কের উপস্থিতিতে 'ওয়ার্কশপ'-এর আয়োজন করা হবে।

(খ) হাওড় এলাকার জীববৈচিত্র্য অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মতামত/পরামর্শ গ্রহণপূর্বক হাওড় অঞ্চলে পানি চলাচলের স্থানগুলোতে এলিভেটেড সড়ক নির্মাণ করতে হবে।

০৭। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জনাব কবির বিন আনোয়ার
সচিব

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৫১.১৬.০১৩.১৯-৯১

তারিখ: ১ আশ্বিন ১৪২৬
১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩) সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ওসমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮) সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২) সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
১৬) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-২), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭) প্রকল্প পরিচালক, “৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
১৮) সচিবের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯) প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণীটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

মোঃ মমিনুর রহমান
উপসচিব